দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১, মোট সুস্থ ১৯

গত দুদিনে দেশে কোনো করোনা রোগী শনাক্ত না হলে নতুন করে একজন আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে দেশের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে সোমবার দুপুরে অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে আসেন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

এ সময় তিনি বলেন, দেশে নতুন করে একজন করোনা শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৯ জনে। আর আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৯ জন।

ফ্লোরা আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪ জন। এর মধ্যে একজনের বয়স ৮০ বছর। সুস্থদের মধ্যে একজন চিকিৎসক ও একজন নার্স রয়েছেন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে তিনজনকে শনাক্ত করা হয়। তখন বলা হয়, এই তিনজনের মধ্যে দুজন ইতালি থেকে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। তাদের কাছ থেকে একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এ পর্যন্ত দেশে পাঁচজন ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গত ১৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

সুত্র-যুগান্তর

নিউইয়র্কে৮ বাংলাদেশির প্রাণ কেড়ে নিল করোনা

নিউইয়র্কে একদিনে ৮ বাংলাদেশির প্রাণ কেড়ে নিল করোনা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত আট বাংলাদেশির মুত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় নিউইয়র্কে ২১ বাংলাদেশির মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৮ মার্চ মৃত্যু হয়েছে কায়কোবাদ, শফিকুর রহমান মজুমদার, আজিজুর রহমান, মির্জা হুদা, বিজিত কুমার সাহা, মো. শিপন হোসাইন, জায়েদ আলম ও মুতাব্বির চৌধুরী ইসমত।

এ ছাড়া মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ড্রেটয়েট সিটি ও নিউজার্সির প্যাটারসনে দুই বাংলাদেশি নারীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। তাদের দুজনের দেশের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটে বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে অনেক প্রবাসীর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে।

করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৪২ হাজার জন। সর্বশেষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২ হাজার ৪৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এরমধ্যে নিউইয়র্করাজ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত করোনায় নিউইয়র্কে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৬৪৮। এতে মৃত্যু হয়েছে ৯৬৫ জনের।

সূএ যুগান্তার

লকডাউনে সুস্থ থাকার উপায়

মহামারি করোনাভাইরাস তাণ্ডব চালাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। দেশে দেশে চলছে লকডাউন৷ সংক্রমণ ঠেকাতে সবাইকে বলা হচ্ছে বাসায় থাকতে৷ কিন্তু এই

অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার উপায় কী?

১) দিনের নিয়ম ঠিক রাখুন

বাসায় বসে অফিস করুন, বা ছুটিই কাটান, স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বের হয়ে গেলে শরীর-মনে তার বাজে প্রভাব পড়তে পারে৷ ফলে শরীরের ঘড়ি ঠিক রাখার জন্য সঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা, গোসল করা, খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷

২) সুষম খাবার খান

এই সময়ে কেবল শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও চাঙ্গা থাকা দরকার৷ তাই শুধু সুস্বাদু নয়, বরং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম, এমন খাবার বেশি করে খান৷

৩) ঘুমের ওপর গুরুত্ব দিন

বাসার বাইরে যেতে হচ্ছে না বলেই ইচ্ছে মতো রাত জাগা বা দেরি করে ওঠা আপনাকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে৷ ফলে ঠিক সময়ে ঘুমাতে যান, ঠিক সময়ে উঠুন৷ ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিন৷

৪) ব্যায়াম করুন

বাসার বাইরে বের না হওয়া মানে স্বাভাবিক হাঁটাচলাও বন্ধ হয়ে যাওয়া৷ ফলে বাসাতেই ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে নিন৷ প্রয়োজনে ইউটিউবের সাহায্য নিয়ে নতুন কিছু যোগাসনও শিখে নিতে পারেন৷ এতে শরীর থাকবে চাঙ্গা, মন থাকবে ফুরফুরে৷

৫) বিকল্প সামাজিক যোগাযোগ

বাইরে গিয়ে সশরীরে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলেও অনলাইনেই বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিন৷ তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে আমরা এমনিতেই অনেক বেশি পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত৷ এর পুরো সুবিধা নেয়ার সময় এখনই৷

৬) শখের সময়

অনেকের অনেক ধরনের শখ থাকে৷ কেউ বাগান করতে পছন্দ করেন, কেউ গান গাইতে, কেউ ছবি আঁকতে৷ এ সময়ে নিজেকে আরো ঝালিয়ে নিন৷ লকডাউন শেষ হতে হতে হয়তো আপনি দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন৷

সূত্র- ডি ডব্লিউ।

দেশের ৭টি সেন্টারে করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে

দেশের ৭টি সেন্টারে করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন। রোববার সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইডিসিআর) নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আইইডিসিআর, আইপিএইচ, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন, আইসিডিডিআরবি, শিশু হাসপাতাল, চিলড্রেন হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও Idesh নামের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অলাভজনক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে PCR (পলিমারেজ চেইন রিএকশন) টেস্ট করার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত আছে। এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগে PCR টেস্ট সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ট্রপিকাল মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিস হাসপাতালে করোনাভাইরাস পরীক্ষা শুরু হয়েছে। রংপুর ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে PCR মেশিন বসানোর কাজ প্রায় শেষ। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অন্য বিভাগগুলোতেও করোনাভাইরাস পরীক্ষা চালু হবে। বিভিন্ন হাসপাতালে তিন লাখ পিপিই বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি বলেন, ‘এ পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে তিন লাখ পিপিই বিতরণ করা হয়েছে। আমাদের এ মুহূর্তে প্রায় ৫০০ ভেন্টিলেটর হাতে আছে। এ ছাড়া আরো সাড়ে ৪০০ আসবে, বর্তমানে আমাদের হাতে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করার কিট আছে ৪৫ হাজার।’

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন আরও বলেন, ‘আপনারা এটা জেনে খুশি হবেন, আমাদের হাতে আড়াইশ ভেন্টিলেটর চলে এসেছে। তা আমরা বিভিন্ন হাসপাতালে হস্তান্তর করেছি। এবং আমাদের ইমপোর্টেও প্রায়

সাড়ে ৩০০ ভেন্টিলেটর আছে। অনেক বড় বড় দেশেও এতগুলো ভেন্টিলেটর থাকে না। আমরা এর আগে প্রস্তুতি নিয়েছি বিধায় বাংলাদেশ ভালো আছে।’

বিভ্রান্তি না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ‘অনেক চ্যানেলে বলেছে, আমাদের মাত্র ২৯টি ভেন্টিলেটর আছে। এটা সঠিক নয়। কাজেই আমাদের হাতে কতগুলো ভেন্টিলেটর আছে, সেটা আপনাদের জানালাম। আজও প্রায় ৫০০ ভেন্টিলেটর আছে। আরো ২৫০টি ভেন্টিলেটর আসছে। বিশ্বের অনেক দেশেও এত ভেন্টিলেটর নেই।’

সুত্র-যুগান্তর

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ
সিলেট নগরীতে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সেই বিদেশি নাগরিক প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

তার দেহে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ৪৫ বছর বয়সী মার্কু নামে ফিনল্যান্ডের এই ব্যক্তি শনিবার বিকালে নগরীর মীরবক্সটুলা এলাকায় রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন ভেবে কেউ তাকে সাহায্যে

এগিয়ে যাচ্ছিলেন না। আশপাশের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো লক্ষণ নেই বলে সেখান থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসমানী হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল যুগান্তরকে বলেন, ফিনল্যান্ডের ওই নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো উপসর্গ নেই।

মার্কু মাদকাসক্ত। এ কারণে তার কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। তিনি এর আগেও একবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিদেশি হওয়ায় পুলিশ প্রথমে ধারণা করছিল মার্কু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই তাকে প্রথমে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেয়া হয় বলে হিমাংশু জানান।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) জেদান আল মুসা বলেন, মার্কু সিলেট নগরীর হাওয়াপাড়া এলাকায় হোটেল নাজালের ৩০ নম্বর রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন।

তিনি সেখানে গত দেড় মাস ধরে থাকছেন। তার সম্পর্কে প্রয়োজন হলে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানান।

রাজশাহীতে করোনা সন্দেহে চিকিৎসা দেয়নি ৫ হাসপাতাল, ধুঁকে ধুঁকে যুবকের মৃত্যু

করোনা আক্রান্ত সন্দেহে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর মারা গেছেন আল আমিন নামের এক যুবক। তার বাড়ি নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার অলংকার দিঘি গ্রামে।

নারায়ণগঞ্জ ফেরত যুবক আল আমিন (২২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন শনিবার রাত সাড়ে আটটায়।

শনিবার সকালে তীব্র জ্বর, সর্দি, কাশি, ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গ্রামে ফেরেন। তবে গ্রামের লোকেরা তাকে বাড়িতে রাখতে দেয়নি। নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতাল, আদমদিঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রানীনগর উপজেলা হাসপাতালসহ পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরেও কোনো চিকিৎসা না পেয়ে শনিবার বিকালে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত সাড়ে আটটার দিকে আল আমিন মারা যান। মৃত যুবক আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান যুগান্তরকে জানান, তার ছেলে নারায়ণগঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করতেন। শনিবার সকালে সে প্রচণ্ড জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরে। এ সময় গ্রামের লোকেরা তাকে গ্রামে রাখতে বাধা প্রদান করেন। ফলে দ্রুত তাকে নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরা আল আমিনকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেন ও ফেরত পাঠান।

উপায়ন্তর না দেখে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে মোখলেসুর রহমান ছুটেন পার্শ্ববর্তী বগুড়ার আদমদিঘি উপজেলা হাসপাতালে। সেখানেও তাকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করা হয়। পরে রানীনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল মামুনকে জানালে তার হস্তক্ষেপে আল আমিনকে প্রথমে রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ও পরে আবার নওগাঁ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বিকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আল আমিনকে ২৩ নং মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আল আমিন মারা যান। রামেক হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস যুগান্তরকে জানান, আল আমিনের লাশ রাতেই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে আল আমিন করোনায় নয়, মস্তিস্কের সংক্রমণ বা মেনিনজাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তির সময় তার শরীরে জ্বরের মাত্রা তীব্র ছিল। মাথা ব্যাথা ও গলা ব্যাথা ছিল।

মেডিকেলের ডেথ প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সর্দিজ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনার বিভিন্ন উপসর্গ থাকলেও আল আমিন মারা গেছেন মেনিনজাইটিস বা মস্তিস্কের সংক্রমণে।

তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই কীভাবে আল আমিনের মেনিনজাইটিস শনাক্ত হলো জানতে চাইলে সাইফুল ফেরদৌস কোনো উত্তর দেননি। এছাড়া রামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আল আমিনের করোনার কোনো নমুনা সংগ্রহ

করেননি বলে জানান তিনি।

এদিকে নওগাঁর রানীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কেএইচএম ইফতেখারুল আলম যুগান্তরকে জানান, শনিবার যখন আল আমিনকে আমাদের হাসপাতালে আনা হয় তখন তার তীব্র জ্বর ও শ্বাসকষ্ট ছিল। অবস্থা বিবেচনা করে তাকে আমরা নওগাঁ জেলা হাসপাতাল পাঠিয়ে দিই। সেখানে করোনার নমুনা সংগ্রহ করার কথা ছিল। সেটা করা হয়েছে কিনা তিনি জানেন না।

আজ রোববার সকালে মৃত আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, কোথাও তার ছেলের সুচিকিৎসা হয়নি। তিনি ছেলেকে নিয়ে পাঁচটা হাসপাতালে ঘুরেছেন। কিন্তু কেউ চিকিৎসা দিতে রাজি হয়নি। পরে কালিগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বাবলু ও ইউএনও আল মামুন সাহেবের সহযোগিতায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শনিবার রাতে আল আমিন মারা যান। রোববার সকালে নিজ গ্রাম অলরংকারদিঘিতে আল আমিনের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন এলাকাবাসী।

সূএ যুগান্তর

ভোরের ছোঁয়া স্মৃতি সংঘের জীবনানাশক স্প্রে‘র

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া ভোরের ছোঁয়া স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলাকায় জীবনানাশক স্প্রে‘র উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণ এলাকা থেকে স্প্রে করন কাজের উদ্বোধন করা হয়। ভোরের ছোঁয়া স্মৃতি সংঘের সভাপতি মলিন খান উপস্থিত থেকে স্প্রে করন কাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় সাধারণ সম্পাদক ও ৪নং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ খান,পৌরসভার সাবেক কমিশনার মেজবাহউদ্দিন মেঘা সহ ক্লাবের

অন্যান্য সদস্যগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানো উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানোর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন উপস্থিত থেকে এ পানি ছিটানোর কাজের উদ্বোধন করেন। এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ সহ নানান কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা এ রোগ থেকে নিজেকে ও আপনজনদের রক্ষা করতে সচেতন হোন। জনসমাগম একেবারে এড়িয়ে চলুন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাংনীর যে সাপ্তাহিক হাটে আজ মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেছে তা রিতিমত অত্যান্ত ঝুঁকি পূর্ণ। মানুষকে এতকিছু বলার পরও তাদের হুশ হয়না কেন আমার বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন, আমরা বামন্দীর বড় গরুর হাট বন্ধ করে দিয়েছি জনগণকে এ করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য। করোনা ভাইরাস বিস্তার যাতে না করতে পারে প্রতিদিন মাইকে সব এলাকায় সচেতনতামূলোক প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তারপরও অনেকে তাতে কর্নপাত করছেননা এটা দূঃখজনক। গাংনীর হাট যেহেতু ঝুকিপূর্ণ তাই আগামীতে যাতে জনসমাগম না হয় তার জন্য

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এ সময় স্থানীয় নেতা কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর জীবাণুনাশক স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনীর উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে । শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার এলাকায় স্প্রে করা হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে করে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি, বগুড়ার ৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফখরুদ্দীনের, পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসিরুদ্দিন সহ সেনাবাহিনী,পুলিশ ও ডিবির সদস্যরা প্রতারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলকে অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমানের উদ্যোগে করেনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন লিকুইড বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর ক্লাব প্রাঙ্গণে এ সকল হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম উপস্থিত থেকে এন্ড স্যানিটাইজেশন লিকুইড বিতরণ করেন। এ সময় সেখানে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমান।